যুগান্তর

তারিখ ... 26 OCT 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ডাকসু নির্বাচনের এখনই সময়

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজনৈতিক দলাদলির কারণে বিগত ১৭ বছরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। কোন সরকারই নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়ে সফল হয়নি। লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির কারণেই এটি হয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারই পারে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও রাজনীতিমুক্ত ডাকসু নির্বাচন দিতে। যারা সত্যিকারভাবে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দাবি-দাওয়ার কথা বলবে।

সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালে। এরপর আর কোন নির্বাচন হয়নি। এর কারণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়ভিত্তিক হওয়ায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ডাকসু নির্বাচন সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দীর্ঘ এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার, আবাসিক হল দখল, টেন্ডার বাণিজ্য, ভুয়া শিক্ষার্থী ভর্তিসহ নানা অনিয়মের কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিল। ক্ষমতাসীনরা এ সময়ে নির্বাচন চাইলেও বিরোধী দলের ছাত্র সংগঠনগুলো বিরোধিতা করেছে। দিন যতই গড়িয়েছে, ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও লেজুড়ভিত্তিক ছাত্র রাজনীতির দৌরাত্ম্য ততই বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিও ছিল অস্থির। সহিংসতা যেন লেগেই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। এতে মাসের পর মাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। বেড়েছে শিক্ষার্থীদের সেশনজট। ঝরেছে শিক্ষার্থীদের রক্ত। তবে এ অবস্থার পরিবর্তন প্রত্যাশা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সময় : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

সময় : ডাকসু

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অনেকেই

অনেকে মনে করছেন, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ই ডাকসু নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। এতে নির্বাচন যেমন নিরপেক্ষ হবে তেমনি ডাকসুর প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণ শিক্ষার্থীদের একাডেমিক দাবি-দাওয়া পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতামুক্ত ডাকসু নেতৃত্ব গঠন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার যুগান্তরকে বলেন, এখন নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তবে নির্বাচনের জন্য জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার হওয়া প্রয়োজন। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রতি বছরই এ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আক্তারুল আরেফিন সিদ্দিক এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়মিতভাবে ডাকসু নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন। ডাকসু নির্বাচন নিয়মতান্ত্রিকভাবে এগিয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতীয় নেতৃত্বও গতিশীল হবে। সার্বিক বিবেচনায় অবিলম্বে ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দর্শন বিভাগের অধ্যাপক এম মতিউর রহমান যুগান্তরকে বলেন, ডাকসু নির্বাচন চাই। এখন যদি নির্বাচনটা করা যেত তবে তা খুব ভালো হতো।

ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মোঃ কামরুজ্জামান বাবলু যুগান্তরকে বলেন, এখনই ডাকসু নির্বাচনের উপযুক্ত সময়। কেননা নির্বাচনটি নিরপেক্ষ হবে। শিক্ষার্থীদের ভোটে যোগ্য ডাকসু নেতৃত্ব গঠন সম্ভব হবে, থাকবে না রাজনৈতিক হানাহানি ও দলাদলি।